নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৫, পৃ: ৮৩-১০২
©২০০০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শিক্ষা, শ্রেণী ও লিঙ্গীয় রাজনীতি: প্রেক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা)

নায়িম সুলতানা*

১. পটভূমি

বৈষম্যমূলক সমাজে ক্ষমতাবান শ্রেণীর ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ নয়, বরং সমগ্র জনসমাজের মাঝে ঐ শ্রেণীর সামগ্রিক চিন্তা পদ্ধতির হেজিমনি সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এই হেজিমনি বা আধিপত্য এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা বা চিন্তাই প্রধান, যেখানে বাস্তবতার একটি ধারণাই সমগ্র সমাজে পরিব্যাপ্ত। অধিপতি শ্রেণীর এই প্রবল মতাদর্শের প্রতি সম্মতি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা, জ্ঞানকান্ড, লিখালিখি।[১] অর্থাৎ বৈষম্যমূলক সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যমূলক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে, শিক্ষা হয়ে ওঠে প্রবল শ্রেণীর মতাদর্শের ধারক, বাহক।

বিদ্যমান পুঁজিবাদী বাস্তবতায় শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশের অধিপতি (মতাদর্শিক) শ্রেণী। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করে এই বিশেষ শ্রেণীটি। এক্ষেত্রে এই প্রবন্ধের মূল জিজ্ঞাসা হচ্ছে, প্রবল শ্রেণীটির দাপট কিভাবে অব্যাহত রয়েছে? বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থাও কী শ্রেণীবিভাজিত ও লিঙ্গায়িত? এই বিশেষ শ্রেণীর দাপট অনুসন্ধানে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেননা, এই শ্রেণীটিতে শিক্ষাগ্রহণ স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বাভাবিক। এই দাপুটে শ্রেণীর শিক্ষাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধে স্মরণ রাখা হয়েছে যে, এই বিশেষ শ্রেণী ও তার শিক্ষা ভারতবর্ষে বৃটিশ অভিঘাতের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, ভারত বর্ষে মধ্যবিত্তের গঠন প্রক্রিয়া ও শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চিমা সাংস্কৃতিক হেজিমনির দাপুটে সাক্ষ্য বহন করে।[২]

এই প্রবন্ধটি প্রবন্ধকারের স্নাতকোত্তর (নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাবি) পর্যায়ের গবেষণা পত্রের একটি অংশ। উল্লেখিত গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল, 'শিক্ষা, শ্রেণী ও লিঙ্গীয় রাজনীতি, শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবার'।[৩] এই প্রবন্ধটি উল্লেখিত গবেষণাপত্রের পাঠ্যবই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়) বিশ্লেষণ অংশকে ঘিরে রচিত। তবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে গবেষণাপত্রটির শিক্ষাকমিশন বিশ্লেষণ অংশ এবং গবেষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান সংক্রান্ত তথ্যেরও সহায়তা নেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে।

* শিক্ষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

২ 'বাংলাদেশের শিক্ষাকমিশন ও শিক্ষাব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়'

কোন একটি শাসক শ্রেণী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের প্রতিশ্রুত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন, যারা কিনা পারস্পরিক আলোচনা, সভা/বৈঠকের ভিত্তিতে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট তৈরী করেন। এই শিক্ষা কমিশনে শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে, যার ভিত্তিতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই আলোচনা একটি অনিবার্য প্রশ্নের জন্ম দেয়, শিক্ষা কমিটির সদস্যগণ কিভাবে নির্বাচিত হন বা শাসকগোষ্ঠী তাদের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রকার মতাদর্শের ধারক, বাহক ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করেন?

প্রশ্নটির জবাব দেওয়া যেতে পারে বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব ও ভূমিকা সম্পর্কিত গ্রামশির আলোচনার সূত্র ধরে। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উৎপাদনের জগতে অপরিহার্য ক্রিয়াকলাপের মূল ভিত্তিতে যেসব সামাজিক শ্রেণীর উৎপত্তি হয়, তেমন প্রতিটি শ্রেণী তার নিজের উৎপত্তির সাথে সাথেই নিজের মধ্য থেকে এক বা একাধিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে, যা একে সমধর্মিতা ও চেতনা দান করে (Gramsci 1971:5) গ্রামশি এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীকে 'জৈব' (organic) বুদ্ধিজীবীগণ রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই জৈব বুদ্ধিজীবীগণ তাদের লিখালিখি, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে শাসকের মতাদর্শের প্রতি সম্মতি সৃষ্টি করেন অন্যান্য শ্রেণীর মাঝে । ফলে, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের কমিটিতে শাসকের মতাদর্শের ধারক, বাহক এই জৈব বুদ্ধিজীবীগণই নির্বাচিত হন। এই আলোচনা অন্য একটি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটায়, বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনে কোন শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়?

বস্তুত, সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে তৎকালীন শাসক শ্রেণী একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং এর রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করা হয় ১৯৭৪ সালে। মূলতঃ তদানীন্তন বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক দিকদর্শনগুলো এই কমিশনের রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল (এই প্রবন্ধকার এর স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণার সময়কাল) অবধি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এদেশের সংবিধানে সংশোধনী/পরিবর্তন আসে। এর প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিতে। তাই দেখা যায় যে, কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের পর বিগত পঁচিশ (২৫) বছরে আরও তিনটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। এই তিনটি শিক্ষা কমিশন হচ্ছে, ১৯৭৯ সালের 'অন্তবর্তী কালীন' শিক্ষানীতি, ১৯৮৮ সালের 'মফিজুদ্দিন' শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৯৭ সালের 'শামসুল হক' শিক্ষা কমিশন ('শামসুল হক' শিক্ষা কমিশন প্রসঙ্গ কথা অংশ দ্রষ্টব্য)। গবেষণার প্রয়োজনে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক 'শামসুল হক' শিক্ষা কমিশন সহ বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা কমিশনের প্রতি নজর দিয়ে দেখা গেছে যে, শিক্ষার নীতিগত প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা কমিশনের মধ্যে সময়, পরিস্থিতি এবং মাত্রাগত কিছু তারতম্য ছাড়া মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর তেমন কোন

পার্থক্য নেই। অর্থাৎ শিক্ষা কমিশনে পুরুষাধিপত্যের সমাজ সৃষ্ট নারীত্ব ও পৌরুষের মতাদর্শই গুরুত্ব পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'কুদরত-এ-খুদা' শিক্ষা কমিশনে নারী শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, বাকী সব নীতি কি পুরুষের শিক্ষানীতি? অন্যদিকে, নারী শিক্ষার লক্ষ্য রূপে 'কন্যা' 'জায়া', জননী'র ভূমিকা গুরুত্ব পেয়েছে (সুলতানা ১৯৯৭: ৩৭)। ফলে অনিবার্যভাবে বলা যায়, মধ্যবিত্তের শ্রেণী ও লিঙ্গীয় মতাদর্শে পুরুষকে বাহিরের দৃশ্যমান কর্মজগতে এবং নারীকে ঘরকন্যার কাজে নিয়োজিত রূপে বিবেচনার যে প্রবণতা বিদ্যমান, এই শিক্ষাকমিশন গুলোতে সেই প্রবল মতাদর্শই অনুসৃত হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষা কমিশনগুলোতে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শ উঠে এসেছে। কেননা, নিম্নবিত্তের নারীতো ঘরে, বাহিরে উভয় স্থানেই কর্মরত। ফলে, কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেরীর মতাদর্শ, যাপিত বাস্তবতাকে তুলে ধরে এই শিক্ষা কমিশনগুলো শ্রেণী বৈষম্যকেত্ত ত্বরান্বিত করেছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশরে বিভিন্ন সময়ের শিক্ষানীতিতে যেহেতু মধ্যবিত্তের লিঙ্গীয় ও শ্রেণী গত মতাদর্শকেই নৈতিক, গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস বলে, যেহেতু এদেশের বিদ্যমান আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেরী হচ্ছে শাসক/ অধিপতি (মতাদর্শিক) শ্রেণী এবং শিক্ষানীতি তথ্য শিক্ষা কমিশনের নির্ধারক এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী।

৩. 'বিদ্যালয়ের নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে প্রবল শ্রেণীর লিঙ্গীয় ও শ্রেণী মতাদর্শের প্রতিফলন' - 'দাপুটে' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষা মধ্যবিত্তের 'আভিজাতে'র পরিচায়ক, মধ্যবিত্ত চৈতন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিদ্যমান শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্মাণের অন্যতম মানদন্ড শিক্ষা। স্কুল পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে এই শ্রেণী নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর বলা যেতে পারে, যার নিয়ন্ত্রক এই অধিপতি শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কমিশন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন চলে আসে সেটি হচ্ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যপুস্তক কি এই বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শের হেজিমনি[৪] সৃষ্টি করেছে? এই জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধানে এই প্রবন্ধে প্রথম থেকে দশম শ্রেণীতে পঠিত 'বাংলাসাহিত্য' বই এবং 'ইংরেজি সাহিত্য' বইকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর এবং সকল বিভাগের (বানিজ্য, মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগের) ছাত্রছাত্রীর জন্য যেহেতু এই বইগুলোর অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক, তাই এদেরকে বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এই প্রবন্ধকে নিম্নোক্ত শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে।

- 'মধ্যবিত্তের লিঙ্গীয় ও শ্রেণীগত মতাদর্শের হেজিমনি এবং বাংলা সাহিত্য বই'
- 'ইংরেজী সাহিত্য বই এবং মধ্যবিত্তের যাপিত বাস্তবতা'।

তবে পাঠ্যবই এর বিশ্লেষণ অংশে প্রবেশের পূর্বে এই প্রবন্ধকার কিছু বিষয়ের উল্লেখকে প্রাসঙ্গিক মনে করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

এই প্রবন্ধকার/গবেষকের গবেষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে নবম/দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছাত্রদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় ছিল তিনটি কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং হিসাব বিজ্ঞান। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অলিখিত নিয়মানুযায়ী ছাত্ররা কৃষি শিক্ষা ও হিসাব বিজ্ঞানের মধ্য থেকে যে কোন একটি বিষয়কে বেছে নিয়েছিল, ছাত্রীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছিল গার্হস্থ্য অর্থনীতি। এই প্রবন্ধকার/গবেষক জেনেছেন যে, গবেষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অলিখিত নিয়ম ছিল এমন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি বই থেকে ছাত্রীরা কাম্য মধ্যবিত্ত নারীত্বের মতাদর্শের জ্ঞান অর্জন করবে, যেমন কৃষি শিক্ষা বই ছাত্রদেরকে পৌরুষের অন্যতম মানদন্ড আর্থিক উপার্জনের, চাকুরীর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়। অর্থাৎ, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অথনীতি বই এর পাঠ্যসূচীই নির্ধারন করে দিয়েছিল যে, বইগুলো কাদের জন্য প্রযোজ্য, আর কাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আলোচনার স্পষ্টতার দাবীতে নবম দশম শ্রেণীতে পঠিত গার্হস্থ্য অর্থনীতি বই এবং কৃষি শিক্ষা বইয়ের সূচিপত্র অংশ হুবহু তুলে ধরা হলো,

'কৃষি শিক্ষা' ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি' এই দুই ধরনের বইয়ের সূচিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 'গার্হস্থ্য অর্থনীতি' বইয়ে শুধুমাত্র 'পুনরুৎপাদন' অর্থাৎ মধ্যবিত্ত নারীত্বের মতাদর্শের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলীর আলোচনা, যেখানে কৃষি শিক্ষা বই মধ্যবিত্ত পৌরুষের মতাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড 'আর্থিক উপার্জন' সংক্রান্ত কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেছে। এ প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কমিশনে এমন ভাবে বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হয় যাতে সেই বিশেষ শ্রেণীটির মতাদর্শের আধিপত্য বজায় থাকে। অর্থাৎ, পাঠ্যবইগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শের হেজিমনি সৃষ্টির মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়।

এই আলোচনার পরবর্তী অংশ মূলতঃ পাঠ্যবই এর বিশ্লেষণকে ঘিরে।

৪. 'মধ্যবিত্তের লিঙ্গীয় ও শ্রেণীগত মতাদর্শের হেজিমনি এবং বাংলা সাহিত্য বই'

বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য বাংলা সাহিত্য বইয়ে দু'ধরনের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায। যেমন, (১) গদ্য এবং (২) পদ্য। এই গদ্য এবং পদ্যে মধ্যবিত্তের নারীত্ব ও পৌরুষের মতাদর্শ, যাপিত বাস্তবতা, শ্রেণী চরিত্রকেই স্বাভাবিক, কাম্য এবং যতদূর সম্ভব একমাত্র বাস্তবতা রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই নারীত্ব ও পৌরষের মতাদর্শের মাঝেই যে পুরুষাধিপত্যের সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসিত, সেটি স্বীকার করা হয়নি পাঠ্যবইয়ে। বরং, গদ্যে, পদ্যে লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন, মেয়েলী পুরুষালী আচরণের নানা উদাহরণ প্রদান করে পাঠ্যবইগুলো পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকেই পোক্ত করছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য বই থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

গাহস্থ্য অর্থনীতি	
প্রথম খন্ড	- গৃহ ব্যবস্থাপনা
প্রথম অধ্যায়	- গৃহ ও গৃহ ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় ''
	- গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য
তৃতীয় ''	- গৃহ সম্পদ
চতুর্থ ''	- সম্পদের ব্যবস্থাপনা
পঞ্চম ''	- ফসল সংগ্রহোত্তর ও সংরক্ষণে লাগসই প্রযুক্তি
দ্বিতীয় খন্ড	- শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক
প্রথম অধ্যায়	- পরিবারে শিশুর যত্ন
দ্বিতীয় ''	- শিশুর আচরনগত সাধারন সমস্যা ও প্রতিকার
তৃতীয় ''	- পরিবারে কিশোর কিশোরী
চতুর্থ ''	- সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কিশোর
তৃতীয় খন্ড	- খাদ্য ও পুষ্টি
প্রথম অধ্যায়	- খাদ্য, খাদ্য উপাদান ও পুষ্টি
দ্বিতীয় ''	- ক্যালরি
তৃতীয় ''	- খাদ্যের চাহিদা ও মেনু পরিচালনা
চতুর্থ ''	- রোগীর পথ্য
চতুর্থ খন্ড	- বস্ত্র ও পরিচ্ছদ
প্রথম অধ্যায়	- বয়ন ও তন্তু সমূহ
দ্বিতীয় ''	- পোশাক নির্বাচনে রং, রেখা নকশা ও জমিনের গুরুত্ব
তৃতীয় ''	- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পোশাক পরিচ্ছদ পরিপাটা
চতুর্থ ''	- বস্ত্র ধৌত করণ

কৃষি শিক্ষা	
প্রথম অধ্যায়	- ফসল ও উদ্যান
প্রথম পরিচ্ছেদ	- কৃষি ও জলবায়ু
দ্বিতীয় ''	- মাটি
তৃতীয় ''	- মাটির উর্বরতা ও ভূমিক্ষয়
চতুর্থ ''	- উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান
পঞ্চম ''	- বীজ
ষষ্ঠ ''	- কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ
সপ্তম ''	- শস্য সংরক্ষণ
দ্বিতীয় অধ্যায়	- বনায়ন
প্রথম পরিচ্ছেদ	- বন পরিচিতি ও বনবিধি
দ্বিতীয় ''	- বন নার্সারী
তৃতীয় ''	- বনায়ন
চতুর্থ ''	- বৃক্ষ কর্তন ও সংরক্ষন
তৃতীয় অধ্যায়	- মাছ চাষ
প্রথম পরিচ্ছেদ	- মৎস সম্পদ
দ্বিতীয় ''	- পুকুরে মাছ চাষ
তৃতীয় ''	- চিংড়ি চাষ
চতুর্থ ''	- মাছের রোগ ও প্রতিকার
পঞ্চম ''	- মাছ প্রক্রিয়াজাতকরন
চতুর্থ ''	- রোগীর পথ্য
চতুর্থ অধ্যায়	- গৃহপলিত পাখি পালন
প্রথম পরিচ্ছেদ	- হাঁস মুরগির বাচ্চা উৎপাদন
দ্বিতীয় ''	- মুরগি পালন
তৃতীয় ''	- পুকুরে হাঁস মুরগি মাছের সম্মিলিত চাষ
চতুর্থ ''	- হাঁস মুরগির খামার স্থাপন
পঞ্চম ''	- হাঁস মুরগির খাদ্য
ষষ্ঠ ''	- হাঁস মুরগির রোগ ও প্রতিকার
সপ্তম অধ্যায়	- গৃহপালিত পশু পালন
প্রথম পরিচ্ছেদ	- গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন
দ্বিতীয় ''	- পারিবারিক দুগ্ধ খামারস্থাপন
তৃতীয় ''	- পারিবারিক ছাগল পালন
চতুর্থ ''	- গাভীর দুধ দোহন
পঞ্চম ''	- গবাদি পশুর রোগ

গদ্যে উপস্থাপিত নারীত্ব ও পৌরুষ

প্রথম শ্রেণীর 'আমার বই' এর প্রথম পৃষ্ঠায় নারী ও পুরুষের পরিচিতি এভাবে, 'মা', 'বাবা', 'পুত্র', 'কন্যা'। অর্থাৎ বিদ্যমান সামাজিক পরিসরে নারী ও পুরুষের লিঙ্গীয় পরিচয়ের যে সাংস্কৃতিক নির্মাণ, তার সাথেই একজন শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে এই ধরনের উপস্থাপন মধ্যবিত্তের 'একক পরিবার' এর মতাদর্শকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐ একই বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠায় ছেলে ও মেয়ের খেলার ভিন্নতার উদাহরণ দিয়ে লিঙ্গীয় ভিন্নতার মতাদর্শ গেঁথে দেওয়া হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের মানসে। যেমন,

'আলম বল খেলে,
আমিনা পুতুল খেলে
ওরা ভাই বোন'।
(উৎসঃ 'আমার বই', প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা - ২৫)

বস্তুতঃ পাঠ্যবইগুলোর গদ্যে পুরুষ এসেছে 'পিতা', 'স্বামী', 'বর' হিসেবে, যেখানে তার বিপরীত লিঙ্গ নারী এসেছে 'মা', 'গৃহিনীর' ভূমিকায়। পুরুষের এ ইমেজের সাথে যুক্ত তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। গদ্যে পুরুষকে বরাবরই দেখানো হয়েছে 'আর্থিক', 'বহির্জাগতিক', 'বীর', 'সাহসী' ইত্যাদি রূপে। যেখানে নারীকে 'গৃহী', 'ভীতু', পরনির্ভরশীল ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবম - দশম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন' (গদ্য) থেকে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো, ''আমার মৃত্যুতেই তো আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐযে তরুণ যাত্রার দল, ওদের মাঝেই আমি বেঁচে থাকব। বিভাষিকা বলিল, 'তুমি কে? পথিক হাসিয়া বলিল - 'আমি চিরন্তন মুক্তিকামী'।(উৎসঃ 'দুরন্ত পথিক', কাজী নজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা - ৯২, মাধ্যমিক বাংলা গদ্য সংকলন)

অন্যদিকে, গদ্যে নারী দুর্বল, অসহায়, তার উদ্ধারকর্তা পুরুষ। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীর 'অমার বই' থেকে একটি উদাহরণ উপস্থাপিত হলো, ''মস্ত এক দৈত্য, তার মাথায় লম্বা শিং আর ইয়া বড় দাঁত। 'রাজকুমারী' কে সে বন্দী করে রেখেছে। খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে - 'রাজকুমার' এল দৈত্যপুরীতে। রাজকুমারীকে উদ্ধার করবে সে''(উৎস ঃ 'বই পড়া ভারি মজা', পৃষ্ঠা - ৭৮, 'আমার বই', চতুর্থ ভাগ)

এভাবে গদ্যে নারীকে নেতিবাচক ও পুরুষকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বৈষম্যমূলক সমাজে প্রবল ক্ষমতাবান পক্ষের (পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ, প্রবল শ্রেণী,শাসক) নিজেকে নির্মাণের জন্যই প্রয়োজন অধঃস্তনকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের ধারক বাহক হিসেবে উপস্থাপন করা। একইভাবে, পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ, অবদমনকে পোক্ত করার জন্যই নারীকে চিহ্নিত করা হয় নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের আলোকে, যার বিপরীতে রয়েছে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পুরুষ। এ ধরনের মতাদর্শিক অবদানকে চিহ্নিত করেছেন এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর 'প্রাচ্যবাদ' (E. W. Said, P 3 - 6, 1978) এ, আলবার্ট মেমী তাঁর 'ঔপনিবেশিক শাসক ও উপনিবেশিত' (A. Memmi, P 82, 1967) এ এবং

সিমন দ্য বোভেয়ার তাঁর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' (S. De. Beauvoir, P 72, 1953) নামক গ্রন্থে। এক্ষেত্রে তাই বলা যায়, গদ্যে নারীত্ব ও পৌরুষের এই বৈষম্যমূলক মতাদর্শকে উপস্থাপনের মাধ্যমে পুরুষাধিপত্যের সমাজে নারীকে করে তোলা হয় 'অন্য', তার অস্বিত্ব যেন প্রবল ক্ষমতাশালী পুরুষের জন্যই।

পদ্যে উপস্থাপিত 'নারীত্ব' ও পৌরুষ'

গদ্যের মত পদ্যেও নারীকে চিহ্নিত করা হয় 'মা' 'গৃহিণী' 'ভীতু' 'অলস' 'অবলা' 'অনুৎপাদনশীল' ইত্যাদি রূপে। এর বিপরীতে পুরুষ চিহ্নিত হয় 'স্বামী', 'পিতা', 'আর্থিক', 'পরিশ্রমী', 'বীর', 'সাহসী', 'পথপ্রদর্শক', 'উৎপাদনশীল', প্রভৃতিরূপে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য বই থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো,

''মনে করো ,যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
-------সন্ধ্যে হল, সূর্য নামে পাটে
এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে
ধু-ধূ করে যে দিক পানে চাই
কোন খানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ- ভাবছ, 'এলেম কোথা'।
আমি বলছি, ভয় করোনা মাগো
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।

(উৎস ঃ 'বীর পুরুষ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা - ২২, 'আমার বই' চতুর্থ ভাগ)

এই কবিতায় শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের প্রতীক 'পুরুষ' এবং ভীতু, অবলা, অসহায়ত্বের নির্দেশক নারী। এ প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো যেখানে পরিবারের পুরুষ উপাজর্নক্ষম সদস্য, নারী অনুৎপাদনশীল সদস্য। ছড়াটি হলো,

''মনারে মনা কোথায় যাস
বিলের ধারে কাটব ঘাস
ঘাস কি হবে?
বেচব কাল,
চিকন সূতোয় কিনব জাল।
জাল কি হবে?
নদীর বাকে
মাছ ধরব ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছ কি হবে?
বেচব হাঁটে,
কিনব শাড়ী পাটে পাটে।
বোনকে দেব পাটের শাড়ী,
মাকে দেব রঙিন হাঁড়ি।

(উৎস ঃ 'ইচ্ছা', আহসান হাবীব, পৃষ্ঠা ১৪, 'আমার বই', দ্বিতীয় ভাগ)

বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্য বই - এ নারীত্ব ও পৌরুষের মতাদর্শের এ ধরনের উপস্থাপন একদিকে যেমন পুরুষাধিপত্যকে পোক্ত করে, অন্যদিকে তেমনি মধ্যবিত্তের মতাদর্শের হেজেমনি সৃষ্টি করে। কেননা একক পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর 'গৃহী' রূপ আর পুরুষের 'আর্থিক' ইমেজ তো মধ্যবিত্ত মতাদর্শেরই ধারক, বাহক, যেই মতাদর্শ ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক অভিঘাতে সৃষ্ট।[৫] মধ্যবিত্তের এই মতাদর্শের প্রতি সম্মতি সৃষ্টি-ই তো তার আধিপত্যের মাধ্যম। কিন্তু শিক্ষা কমিশন (যার নিয়ন্ত্রক অধিপতি মধ্যবিত্ত [মতাদর্শিক] শ্রেণী) নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যপুস্তকে শ্রেণীকে মতাদর্শিকভাবে না দেখে দেখা হয়েছে আর্থিক ভাবে এবং শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির উপায় হিসেবে।[৬] এই বৈষম্যের উদাহরণ প্রসঙ্গে উচ্চবিত্ত কর্তৃক নিম্নবিত্তের শোষণকে তুলে ধরা হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা' বই এর 'জোঁক' গল্পে এবং গল্প পাঠের উদ্দেশ্য অংশে বলা হয়েছে, ''এই গলা শিক্ষার্থীর মনে শোষিত মানুষের প্রতি সমবেদনা জাগাবে''। আলোচনার সুবিধার্থে 'জোঁক' গল্পের কিছু অংশ তুলে ধরা হল,

> ''ওসমান হুঁকা রেখে হাঁক দেয় - কই গেলি তোতা, তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি। তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভাল করে মালিশ করে। মাথা আর মুখে মাখে সর্ষের তেল। তারপর কাস্তে ও হুঁকা নিয়ে সে নৌকায় ও ওঠে। তের হাতি ডিঙ্গিটাকে বেয়ে নিয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা''। (উৎস ঃ 'জোঁক', আবু ইসহাক, পৃষ্ঠা ১৪ - ১৫, 'সাহিত্য কনিকা', অষ্টম ভাগ)

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষনীয় - এক. শ্রেণীগত নিপীড়নকে দেখাতে গিয়ে লিঙ্গীয় নিপীড়নকে অদৃশ্য করা হয়েছে। সমাজে আর্থিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী শ্রেণীর দ্বারা যেমন নিম্নবিত্ত শোষিত হয়, তেমনি পুরুষাধিপত্যের সমাজে নারী ও পুরুষের মাঝে নারী থাকে পুরুষের অধীন, পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারা শোষিত হয় নারী। কিন্তু এই বিষয়টি গল্পে আসেনি। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, নারী কি তবে কি মানুষ নয়? কেননা গল্পে শোষিত মানুষ বলতে শুধু শ্রেণীগত শোষণকে দেখানো হয়েছে। দুই. এই গল্পেও মধ্যবিত্তের একক পরিবারের মতাদর্শই শক্তিশালী হয়েছে। গল্পে নারীকে 'মা', 'গৃহিনীর' ভূমিকায় দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে পৌরষের নির্মাণ 'আর্থিক', 'পরিশ্রমী' হিসেবে এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সহায়ক তার পুত্র সন্তান। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, মধ্যবিত্তের এই লিঙ্গীয় মতাদর্শ নিম্নবিত্তের জনগণের মাঝে ক্রিয়াশীল নয় অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন, এই শ্রেণীটিতে নারী ঘরে, বাইরে উভয় স্থানেই শ্রম দেয়। অর্থাৎ পুনরুৎপাদন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন ছাড়াও নারী উৎপাদন কর্মকান্ডেও নিয়োজিত থাকে। তাই বলা যায় যে, 'শামসুল হক' শিক্ষা কমিশন নিয়ন্ত্রিত বাংলা সাহিত্য বই মধ্যবিত্তের মতাদর্শের হেজেমনি সৃষ্টি করেছে সকল শ্রেণীর মাঝে এবং মধ্যবিত্তের দাপট অব্যাহত রাখায় সহায়তা করছে।

৫. 'ইংরেজী সাহিত্য বই ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাপিত বাস্তবতা'

প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পঠিত ইংরেজী সাহিত্য বইয়ের দু ধরনের নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

- Beginner's English (I, II)
- English For Today (III থেকে IX, X)

এই নয়টি বইয়ে উপস্থাপিত চলমান সামাজিক জীবন, নারীত্ব ও পৌরুষের মতাদর্শ অর্থাৎ এ বইগুলোতে 'জ্ঞানের' যে ধরনের উপস্থাপন ঘটেছে তার আলোচনায় যাওয়ার পুর্বে ছোট্ট একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষনণ করা প্রয়োজন, "Beginner's English Two' এই বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা অর্থাৎ মলাটে একটি মেয়ে এবং একটি ছেলের ছবি। উভয়ে খেলছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলেটি 'ঘুড়ি ওড়াচ্ছে' এবং মেয়েটি স্কিপিং খেলছে। এই চিত্রটির বিশ্লেষণ কিছু বক্তব্য হাজির করে,

- 'ঘুড়ি ওড়ানো' কি শুধু ছেলেদের খেলা? এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন খেলার দৃশ্য হাজির করে পুরুষাধিপত্যের সমাজের লিঙ্গীয় পার্থক্যের মতাদর্শকে শক্তিশালী করাই কি পাঠ্যবইয়ের লক্ষ্য? অর্থাৎ, শিক্ষা কমিশন নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যবই কি বিরাজমান লিঙ্গীয় মতাদর্শকে'স্বাভাবিক' মনে করে?
- চিত্রের ছেলে ও মেয়েটির চুল কাটার ধরন, পোশাকের বিন্যাস কোন শ্রেণীর আভিজাত্যের পরিচায়ক? নিম্নবিত্তের পরিবারের মেয়ে, ছেলের চেহারা, চুল কাটার ধরনে বা পোশাকে সচরাচর কি এ ধরনের 'পরিপাটি ভাব' লক্ষ্যকরা যায়? বা নিম্নবিত্তের খেলার সরঞ্জামে কি এ ধরনের 'জৌলুস' থাকা আদৌ সম্ভব? অন্যদিকে, এই বইগুলোর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সেখানে মধ্যবিত্তের একক পারিবারিক ব্যবস্থা, এই একক পরিবারে লিঙ্গীয় শ্রমবিভাজনের ক্রিয়াশীলতা, পরিবারের'স্বামী', 'স্ত্রী'-র ভূমিকা, 'নারীত্ব', 'পৌরুষের' মতাদর্শ, পুরুষের পেশা, গৃহিনীর নানা ধরনের ভূমিকা, চাকুরীজীবী বা চাকুরীজীবী নন- উভয় ধরনের গৃহিনীর প্রাত্যহিক দিনযাপনের ছোট ছোট অংশ ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। এই একক পারিবারিক ব্যবস্থায় সন্তানের সামাজিকীকরণ, ছেলে ও মেয়ের বড় হয়ে ওঠা অর্থাৎ কাম্য নারীত্ব ও পৌরুষের বিকাশ সম্পর্কিত ভাবনাকে উপস্থাপনও এই পাঠ্যবইয়ের লক্ষ্য। মধ্যবিত্তের আভিজাত্যের স্মারক হিসেবে ছেলে, মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা, ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন, চাকুরী ইত্যাদি বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পেশায় প্রবেশ উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন, চাকুরী ইত্যাদি বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পেশায় প্রবেশ উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত আলোচনা একদিকে যেমন এই বইগুলোর বিষয়বস্তু, তেমনি অন্যদিকে নারী ও পুরুষের পেশার ধরন উপস্থাপনেও পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, নারীর পেশা বা চাকুরীজীবী নারীর উদাহরণ হিসেবে শিক্ষক, সেবিকা (নার্স)-র উদাহরণ এসেছে। অন্যদিকে, চাকুরীজীবী পুরুষের উদাহরণ হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে

ব্যাংক অফিসার, স্টেশন মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ড্রাইভার, যাদুকর, কৃষক, দোকানী এ জাতীয় নানা ধরনের পেশা এসেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, এই বইগুলোতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু একদিকে যেমন লিঙ্গীয় ভিন্নতা বিশিষ্ট, অন্যদিকে তেমন শ্রেণীগত (মধ্যবিত্তের যাপিত বাস্তবতা)। এ প্রেক্ষিতে পাঠ্য বই এর সাহায্যে এই 'লৈঙ্গিক' ও 'শ্রেণী ভিত্তিক' জ্ঞান বিতরনের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রবল শ্রেণীর (মধ্যবিত্ত) আধিপত্য সুদৃঢ় হচ্ছে সেটি উপস্থাপিত হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্য বই-এর বিষয়বস্তুর সূত্র ধরে। এক্ষেত্রে এই আলোচনা নিম্নোক্ত কয়েকটি শিরোনামে বিন্যাসিতঃ

- পাঠ্যবইয়ে উপস্থাপিত পরিবারের ধরন
- লিঙ্গীয় ভূমিকা অর্থাৎ, নারীত্ব পৌরুষের মতাদর্শের যে ধারনা প্রদত্ত হয়েছে
- সন্তানের সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা
  (ক) আচরণ
  (খ) পোশাক
  (গ) খেলাধুলা
- শিক্ষা,চাকুরী এবং লিঙ্গীয় ভিন্নতা

আলোচনার পরবর্তী পরিসর মূলতঃ এই কয়েকটি বিষয়কে ঘিরে।

পাঠ্যবইয়ে উপস্থাপিত পারিবারিক ব্যবস্থা

বিভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্য বই-এ পরিবারের যে ধারণা প্রদান করা হয়েছে সেটি মূলতঃ একক পারিবারিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ, একজন স্বামী,একজন স্ত্রী ও তাদের সন্তানকে ঘিরে মধ্যবিত্তের যে একক পারিবারিক ব্যবস্থা, সেই একক পরিবার-এর মতাদর্শই এই বইগুলোর উপজীব্য বিষয়বস্তু। যেমন, তৃতীয় শ্রেণীর 'English For Today' বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে (২৯ পৃষ্ঠা) 'Sabina's Family' শিরোনামে যে পরিবারের উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে সেটি মূলতঃ একটি একক পরিবার, যা কিনা গড়ে উঠেছে স্বামী, স্ত্রী ও তাদের কন্যা - পুত্র সন্তানকে ঘিরে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, এই একক পারিবারিক ব্যবস্থা শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য, যেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনামলে বৃটিশ শাসকদের প্রতক্ষ্য প্রভাবে। পাশ্চাত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আভিজাত্যের সাথে যুক্ত ছিল যেমন নতুন ধরনের গৃহনির্মাণ, গৃহবিন্যাস এবং বাগান সজ্জার কলাকৌশল, ভারতবর্ষীয় তথা এদেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আভিজাত্যের সাথেও এই 'গৃহবিন্যাস','গৃহসজ্জার' ধারণা যুক্ত হয়ে পড়ে। (Leonore Davidoff and Catherine Hall, page 181, 1987) 'সোফাসেট', 'ফুলদানী', ভারি পর্দা বিশিষ্ট যে ড্রয়িংরুম' বা অতিথি কক্ষ, সেটি মধ্যবিত্তের বিত্ত, রুচিবোধ, আভিজাত্যের সাথে যুক্ত এবং একই সাথে গৃহিনীর গৃহসজ্জা বিষয়ক জ্ঞানেরও পরিচায়ক। এই গোটা বিষয়টিই মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি, যা অন্যান্য

শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তাই যখন দেখা যায় যে, পঞ্চম শ্রেণীর 'English For Today' বইয়ের অষ্টম অধ্যায় (৫৫ পৃষ্ঠা)-এ সাজানো গোছানো 'ড্রয়িং রুমে' 'পিতা' ও 'পুত্র' বসে রয়েছেন, তখন তাদের পোশাকের পারিপাট্য, গৃহবিন্যাস যে মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনের পরিচায়ক, সে বক্তব্য চলে আসে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, মধ্যবিত্তের এই একক পারিবারিক ব্যবস্থায় লিঙ্গীয় সম্পর্কের ধরন সম্পর্কিত পাঠ্যবইয়ের উপস্থাপন কি ধরনের?

পাঠ্যবইয়ে উপস্থাপিত লিঙ্গীয় সম্পর্ক, 'নারীত্ব' ও 'পৌরুষের' মতাদর্শ

নবম, দশম শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্য বই-এর ১০৭ পৃষ্ঠায় 'Housing' বা বাসভবনের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে,'' housing means providing man's dwelling place" এখানে দেখা যাচ্ছে যে, 'Man' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ 'পুরুষ'। অর্থাৎ, 'পুরুষের বসতির ব্যবস্থাকে নির্দেশ করছে আবাসস্থল'।

অন্যদিকে, কোন একটি গৃহে বসবাসরত মধ্যবিত্তের যে একক পারিবারিক ব্যবস্থা, সেখানে শুধু 'পুরুষ' নন, নারী ও তাদের সন্তানের বসতি। ফলে এই গবেষণা /প্রবন্ধ এক্ষেত্রে একটি জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করে যা নিম্নরূপঃ

'গৃহ যদি হয় শুধুমাত্র পুরুষের বসতিক্ষেত্র, তাহলে সেই গৃহে বসবাসরত নারী কি 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'? বা অন্যভাবে বললে, সেই গৃহে লিঙ্গীয় সম্পর্ক কি 'অধিপতি-অধঃস্তনের সম্পর্ক'? মধ্যবিত্তের এই একক পারিবারিক ব্যবস্থায় 'স্বামী', 'স্ত্রীর' সম্পর্ক যদি হয় অধিপতি-অধঃস্তনতার সম্পর্ক, তাহলে প্রগতির ডিসকোর্সে এই একক পারিবারিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে যে সমতার ধারণা প্রদান করা হয় তা কি মীথ হয়ে যায় না?

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, পাঠ্যবইয়ে পারিবারিক লিঙ্গীয় সম্পর্ক 'ক্ষমতার সম্পর্ক' নাকি 'সমতার সম্পর্ক' এ ধরনের বিশ্লেষণ নেই, বরং মধ্যবিত্তের চিন্তা ও অনুশীলিত বাস্তবতার পরিসরে 'নারীত্ব' ও 'পৌরুষে'র যে মতাদর্শিক নির্মাণ বিরাজিত, তা-ই পাঠ্যবইয়ে সহজ-স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপিত। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর বই থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছেঃ

কেস-১ (মধ্যবিত্ত 'নারীত্ব' ও 'পৌরুষ')
(তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্য বই 'পাঠ-১৩',পৃষ্ঠা-৫৫)

Myself

"I am Jamal. I am eight years old. I am a student. I am in class three. My father's name is Abdul Bari. He is a 'farmer'. My mother's name is Rashida Begum. She is a 'housewife'. Mu sister's name is Rehana. We are a 'happy family'."

এই কেসটিতে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জামাল তার নিজকে পরিচিত করানোর সাথে সাথে তার পারিবারিক সদস্যদের পরিচয় প্রদান করছে। এক্ষেত্রে তার বক্তব্য থেকে যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেগুলো হচ্ছে,

- মধ্যবিত্তের একক পারিবারিক ব্যবস্থা (যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'সুখী পরিবার' হিসেবে)।
- এই একক পরিবারে পুরুষের পরিচিতি'আর্থিক', 'বহির্জাগতিক'।
- নারীর পরিচিতি 'গৃহিনী', 'গৃহী'।
- এই পরিবারে নারী আর্থিক দিক থেকে 'পরনির্ভরশীল' হিসেবে চিহ্নিত।
- সন্তানের 'জৈবিক পিতা' একই সাথে 'সামাজিক পিতা', যিনি 'তাঁর কৃষিকর্মের' মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন এবং স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ পোষণের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করছেন।
- সন্তানের 'জৈবিক মা' একই সাথে তার 'সামাজিক মা', যিনি 'তাঁর গৃহকর্মের' (যেমন, সন্তান ললিনপালন, রান্না, গৃহ পরিচর্যা, সেবা প্রভৃতি অর্থাৎ 'গিন্নীপনা'/ ঘরকন্নাগিরী') মাধ্যমে সন্তানের 'লালনপালন' করছেন, শ্রমশক্তির 'পুনরুৎপাদন' করছেন(যদিও এই কেসে অনুল্লেখিত) এবং পারিবারিক জীবন অব্যাহত রাখছেন।

মধ্যবিত্তের এই পারিবারিক ব্যবস্থায় 'নারীত্ব' ও 'পৌরুষে'র এই মতাদর্শ, অনুশীলনই যে পুরুষাধিপত্যকে পোক্ত করে এবং প্রগতিবাদী ডিসকোর্সে 'সুখী পরিবার', 'সমতাভিত্তিক পরিবার' হিসেবে চিহ্নিত ব্যবস্থার মাঝেই যে ক্ষমতা সম্পর্ক ক্রিয়াশীল, তার বিশ্লেষণ এই পাঠ্যবইয়ে নেই। সারাদিন 'ঘরকন্নাগিরীর' কাজে ব্যস্ত নারীর পক্ষে যে দৃশ্যমান আর্থিক উপার্জন সম্ভপর হয়না তার ব্যাখ্যা যেমন এই পাঠ্যবইয়ে নেই, অন্যদিকে তেমনি এই 'গৃহিনী', 'সামাজিক মা'ই (একই সাথে 'জৈবিক মা') যে পুঁজিবাদের প্রধান পণ্য শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের (সন্তানের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া) মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছেন, তার উল্লেখ-ও এই পাঠ্যবইয়ে নেই। বরং, এই পাঠ্যবইগুলো মধ্যবিত্তের লিঙ্গীয় মতাদর্শের পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে তার (মধ্যবিত্তের) নিজস্ব শ্রেণী অবস্থানকেই সুদৃঢ় করছে। এ প্রেক্ষিতে চতুর্থ শ্রেণীর বই থেকে চাকুরীজীবী নারীর একটি কর্মদিবসের উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে,

কেস-২ (কর্মজীবী নারীর দৈনিক রুটিন)
(চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্য বই 'পাঠ- ১৮',পৃষ্ঠাঃ ৭৯)

A Nurse

"This is Mrs; Amina. She is Mina's 'mother'. She is a 'nurse'. She works in a hospital. Every morning she gets up very early. She goes to 'work' at seven o'clock in the morning. Mrs. Amina is in the kitchen now. She is 'making ruti'. There are also some eggs and vegetables for breakfast. She will eat breakfast with her family. Then she will 'go' to hospital".

এই কেসে বর্ণিত নারীর নানা ভূমিকা হচ্ছে,

- 'মা' (মিনার মা)
- 'সেবিকা' (হাসপাতাল)

অর্থাৎ একজন নারীর 'গৃহপরিসর' ও বাইরের 'দৃশ্যমান কর্মজগত'-এ দু ধরনের কাজে অংশ গ্রহনের একটি উদাহরণ এটি।

- প্রতিদিন সকাল ৭ ঘটিকায় আমিনাকে (বইয়ে উল্লেখিত Mrs. Amina, তাঁর বৈবাহিক পরিচিতি, 'স্ত্রী'-র সাক্ষ্য বহন করছে) হাসপাতালের কাজে যেতে হয়। এই কাজে যাবার পূর্বে আমিনাকে 'তাঁর'- উপর অর্পিত (সামাজিক সাংস্কৃতিক মতাদর্শ) 'নারীত্বের' দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন,
- সকালের নাস্তা তৈরী।
- পারিবারিক সদস্যদের সাথে নাস্তা গ্রহণ (এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে নাস্তা পরিবেশনের দায়িত্ব কে পালন করেন? এই গৃহিনীই নন কি?)

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একজন কর্মজীবী নারীকে পারিবারিক ও চাকুরীজগত, এই দু ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। কিন্তু কেস -১ এর উদাহরণ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, একজন পুরুষের 'পৌরুষ' এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তাঁর আর্থিক সক্ষমতা। অর্থাৎ, পারিবারিক পরিসরে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে অর্থ উপার্জন করা এবং সে এই দায়িত্ব পালনের জন্য 'বাইরের দৃশ্যমান কর্মজগতে' পূর্ণ মনোযোগের সাথেঅংশ নেয়। কিন্তু 'কর্মজীবী' নারীকে 'পারিবারিক' ও কর্মজগত'- এই দ'ুধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে এই প্রবন্ধের যুক্তি হচ্ছে, পাঠ্যবইগুলো নারীর এই 'দ্বৈতশোষণ' প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করছে। (Lise Vogel, p 29 - 37, 1983, Henrietta L Moore, 1988) এ প্রসঙ্গে গবেষিত একজন কর্মজীবী নারীর একটি কর্ম দিবসের নমুনা উপস্থাপিত হলো,

কেস - ৩

এই গবেষণার উত্তরদাতা শাহিনা ইসলামের (কর্মজীবী নারী) একটি কর্মদিবসের নমুনা:

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ নাম - শাহিনা ইসলাম, বয়স - ৪৪,
পেশা - আনবিক শক্তি কমিশনের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার,
পারিবারিক ভূমিকা - স্ত্রী, গৃহিনী, মা।

কাজের তালিকা

সময়	ঘর	বাহির
সকাল ৭টা	ঘুম থেকে উঠা	নাই
৭টা -৯টা	নাস্তা তৈরী, পরিবেশন	অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি
৯টা -৯.৩০টা	সন্তান, স্বামী ও নিজের টিফিন তৈরী ও গুছান, স্বামী ও সন্তানের পোশাক বা এ জাতীয় বিষয়ে তদারক করা	নাই
৯.৩০ - ১০.৩০টা	ঘর পরিস্কার করা, সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর বাবস্থা করা	নাই

১০.৩০ -	নাই	অফিস গমন, অফিস থেকে ফোনে বাসার খবর নেয়া
সকাল ১০.৩০ - ১টা	নাই	অফিসের কাজ
১.০০ - ২.০০ টা	মাঝে মাঝে বাড়ীতে ফিরে আসেন এবং সবার খাবার ব্যবস্থা করেন	লাঞ্চ
৫.০০ - ৫.৩০ টা	নাই	বাড়ী ফিরে আসা
৫.৩০ - ৭. ৩০ টা	বিকেলের নাস্তা তৈরী ও পরিবেশন	নাই
সন্ধ্যা ৭.৩০ - ১০.৩০	রাতের ও পর দিনের খাবার তৈরী ও তদারক করা	নাই

যাই হোক, আবারো পাঠ্য বইয়ের বিশ্লেষণ অংশে ফিরে আসা যাক যেখানে দেখানো হবে মধ্যবিত্তের যাপিত বাস্তবতাকে উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠ্য বইগুলো কিভাবে এই শ্রেণীর ক্ষমতাকে, অবস্থানকে অব্যবহত রাখছে।

কেস-৪

(পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী সাহিত্য বই 'পাঠ-৯', পৃষ্ঠাঃ৫৯)

At the Grocer's, 'B' Read

"This is a grocer's shop. Mr. Alam is the grocer. He sells rice, dal, flour, sugar, tea, salt and many other things. Mr. and Mrs. Selim are in the grocer's shop now. They have come for their Eid shopping."

কেসের এই অংশটুকু মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনেরই পরিচায়ক। যেমন, ঈদের কেনাকাটা করা। এই বিশেষ শ্রেণীর 'স্বামী' 'স্ত্রী'-র পক্ষে তালিকা (পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য) তৈরী করে কেনাকাটা সম্ভব, যা নিম্নবিত্তের পক্ষে সম্ভব নয় আর্থিক সামর্থ্যের কারণেই। অন্যদিকে, এই বিশেষ শ্রেণীর 'চাকুরীজীবী' পুরুষ এবং 'বিবাহিত' নারীর ক্ষেত্রেই যথাক্রমে "Mr.' এবং "Mrs.' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়, বাংলায় যার অর্থ করা হয় 'সাহেব' এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে (এই কেস অনুযায়ী) 'সেলিম সাহেবের স্ত্রী'। এই শব্দ দু'টোর সাহায্যে দু'টো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

- পুরুষের পরিচিতির ক্ষেত্রে 'আর্থিক উপার্জন'-ই মুখ্য এবং নারীর ক্ষেত্রে 'বৈবাহিক পরিচিতি'।
- অন্যদিকে, 'সাহেব' বা Mr./Mrs. শব্দগুলো মধ্যবিত্তের শ্রেণী পরিচয়ের সাথেই যুক্ত।

(যাই হোক আবারও কেসে ফিরে আসা যাক।)

(পৃষ্ঠা - ৬০)

"Mr. Selim : (To his wife) What are you going to buy? Have you made a list?
Mrs. Selim : Yes. I have. Here's my list. I'am going to buy rice, flour, sugar, oil and a coconut.

Mr. Selim : (To the grocer) We want rice. Please show us some polao rice.

কেসের এই অংশটি মিসেস সেলিমের (যার নাম এই পাঠ্যবইয়ে নেই) 'ঘরকন্নাগিরী'র সাক্ষ্য বহন করে। এখানে দেখা যাচ্ছে,'মিসেস সেলিম' ঈদের 'রান্নাবান্না'র প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের তালিকা তৈরী করছেন এবং 'সেলিম সাহেব' স্ত্রীর কেনাকাটার সঙ্গী হয়েছেন।

এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, মধ্যবিত্তের মতাদর্শিক নির্মাণ অনুযায়ী তিনি-ই সুগৃহিনী যিনি মিতব্যয়ী, মাসোহারাভোগী স্বামীর নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ে সংসারকে সুনিপূণভাবে পরিচালনা করেন (Hilary Standing, p - 67, 1991)। অর্থাৎ, একজন সুগৃহিনীকে হতে হয় দক্ষ গৃহব্যবস্থাপক। কেসের পরবর্তী অংশ মধ্যবিত্তের এই মতাদর্শিক নির্মাণকেই পোক্ত করে।

(পৃষ্ঠা-৬২, বিভাগ - 'D')

"Mr. Selim : Won't you buy any ghee?

Mrs. Selim : Ghee is very expensive. I won't buy any ghee, I can cook with soyabean oil.''

এই কেসটি নারীত্বের মতাদর্শকে উপস্থাপনের পাশাপাশি পুরুষের 'আর্থিক' ইমেজকেও ফুটিয়ে তুলেছে যা নিম্নরূপঃ

"Mr. and Mrs. Selim have come out of the grocer's shop. They are going to take a rickshaw and go home. Mr. Selim puts his hands in his pockets and stops.

Mr. Selim : Do you have any money in your bag?

Mrs. Selim : 'Why'?

Mr. Selim : Because I do'nt have any money in my 'pocket'. I had a five hundred taka note and I 'gave' it to the 'grocer".

কেসের এই উদাহরণ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, একজন নারী তার 'গৃহিনী'র দায়িত্ব পালনের জন্যই দ্রব্য ক্রয়ের তালিকা তৈরী করেন, দ্রব্য পছন্দও করেন, কিন্তু 'আর্থিক' উপার্জন যেহেতু পুরুষের দায়িত্ব, তাই দ্রব্যের 'বিল' পুরুষই মেটান। ইংরেজী সাহিত্য বই-এ 'কাম্য মধ্যবিত্ত নারীত্ব ও পৌরুষের' মতাদর্শের এ ধরনের উপস্থাপনের পাশাপাশি একদিকে যেমন সন্তানের সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা উঠে এসেছে, অন্যদিকে তেমনি মধ্যবিত্তের শ্রেণী পরিচয়ের স্মারক হিসেবে শিক্ষার উপযোগবাদী ধারণাও গুরুত্ব পেয়েছে।

সন্তানের সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা

পাঠ্যবইয়ে ছেলেমেয়ের খেলাধূলার যে উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে সেখানে যেমন লিঙ্গীয় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তেমনি বয়োবৃদ্ধির (শ্রেণীক্রমও বিবেচ্য) সাথে সাথে আচরণগত ও পোশাকগত পরিবর্তনের যে উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে, সেখানেও লিঙ্গীয় পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে এই আলোচনাকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে, যেমন:

(i) সন্তানের সামাজিকীকরণ - আচরণ,
(ii) সন্তানের সামাজিকীকরণ- পোশাকের ক্ষেত্রে, এবং
(iii) সন্তানের সামাজিকীকরণ - খেলাধুলা।

(i) বয়োবৃদ্ধি ও আচরণগত পরিবর্তন

অষ্টম শ্রেণীর 'English for today'' বইয়ের তৃতীয় ভাগ, (Unit three) যার শিরোনাম 'বড় হওয়া' (growing up)- এই অংশের 'পাঠ-২' (Lesson 2, Page 69) এ একজন ছেলের 'বড় হওয়া'কে চিহ্নিত করা হয়েছে তার উপর অর্পিত 'দায়িত্বে'র সাথে যুক্ত করে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, (ক) 'চাকুরী' (খ) 'অর্থ উপার্জন' এবং (গ) এই ক্ষমতার ভিত্তিতে 'নিজের সাথে সাথে অন্যান্য লোকের দেখাশুনা করা'। এই তিনটি বিষয় মধ্যবিত্ত পৌরুষের মতাদর্শিক নির্মাণকেই উপস্থাপন করছে, যেখানে কিনা পুরুষের 'আর্থিক' ভূমিকা গুরুত্ব পায় এবং শ্রেণী পরিচয়ের অংশ হিসেবে মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে চাকুরীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। ঐ একই বইয়ের একই অধ্যায়ের ৭৪ পৃষ্ঠায় মেয়েদের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের যে তালিকা দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে, '' বাড়ির গৃহকর্ত্রীর (মা, গৃহিণী) অনুপস্থিতিতে হাঁস-মুরগীর দেখাশুনা, গাছপালার পরিচর্যা এবং সেই সাথে ছোট ভাই এর তত্ত্বাবধানে করা।'' অর্থাৎ একজন মেয়ের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে কাঙ্খিত আচরণ হিসেবে 'সাংসারিক' ভূমিকাই গুরুত্ব পায়, যা এই আলোচনায় প্রতিফলিত।

(ii) বয়োবৃদ্ধি এবং পোশাকে পরিবর্তন

প্রথম থেকে দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া যে সমস্ত ছাত্রী-ছাত্রের ছবি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে প্রদর্শিত, সেই ছবি দু'টো বিষয়কে নির্দেশ করে,

(ক) ছেলে ও মেয়ের পোশাকে ভিন্নতা। যেমন, মেয়েদের ক্ষেত্রে 'ফ্রক' ও ছেলেদের ক্ষেত্রে 'সার্ট', 'প্যান্ট'।

(খ) বয়োবৃদ্ধি ও শ্রেণীক্রমের সাথে সাথে পোষাকে পরিবর্তন। যেমন,

- প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রের ক্ষেত্রে 'সার্ট' ও ' হাফ প্যান্ট' এবং ছাত্রীর ক্ষেত্রে 'হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক'।
- পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর ক্ষেত্রে 'ফ্রক' ও 'সালোয়ার' এবং ছাত্রের ক্ষেত্রে 'ফুল প্যান্ট'।
- ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রীর ক্ষেত্রে 'সালোয়ার', 'ফ্রক' ও 'ওড়না' এবং ছাত্রের ক্ষেত্রে 'সার্ট', 'ফুল প্যান্ট'।

'ক' ও 'খ'- এই দু'টো উদাহরণ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, শৈশব থেকেই নারী ও শিশুর মনে সমাজ নির্মিত 'নারীত্ব' ও 'পৌরুষের' বীজ বপনের জন্য পুরুষাধিপত্যের সমাজে যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়, তার

অন্যতম হচ্ছে 'পোশাক'। প্রাকৃতিকভাবে এই 'জৈবিক' পুরুষ ও নারীর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে পুরুষাধিপত্যের সমাজে তাকে 'সামাজিক সাংস্কৃতিক নারী ও পুরুষে' পরিণত করা হয় এবং এই নির্মাণের অবশ্যম্ভাবী মাধ্যম হচ্ছে 'পোশাক'। এ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণ এখানেই যে, পাঠ্যবইগুলো 'নারীত্ব' ও 'পৌরুষে'র এই নির্মাণ প্রবণতায় অংশ নিয়ে পুরুষাধিপত্যের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করছে।

(iii) খেলাধুলা এবং লিঙ্গীয় ভিন্নতা

ইংরেজী সাহিত্য বইয়ে ছেলে, মেয়ের আচরণ, পোশাকের ক্ষেত্রে যেমন লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, একইভাবে ছেলে, মেয়ের, খেলাধূলার ক্ষেত্রেও লিঙ্গীয় পার্থক্যই প্রকট। যেমন, বইয়ে ছেলেদের খেলা হিসেবে 'ফুটবল', 'ঘুড়ি ওড়ানো', 'মাছ ধরার ' দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে মেয়েদের খেলার উদাহরণ হিসেবে বরাবরই 'দড়ি লাফানো' (স্কিপিং) 'এক্কা-দোক্কা' খেলার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষা, চাকুরী এবং লিঙ্গীয় ভিন্নতা

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য 'শিক্ষা', চাকুরী' তার শ্রেণী পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তিতে এই শ্রেণীর সদস্যরা চাকুরী লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় চাকুরীর ক্ষেত্রে যেহেতু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজমান, তাই চাকুরীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আরো নানা ধরনের দক্ষতা অর্জন জরুরী হয়ে পড়ে, যেমন, ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা (যার উদাহরণ নবম-দশম শ্রেণীর "English for today" বইয়ের "Employment" অধ্যায়ে দেখা যায়)। বিভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজী-সাহিত্য বই-এ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে দেখা হয়েছে চাকুরী লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে। অর্থাৎ, পাঠ্যবইয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের উপযোগবাদী ধারণাটি-ই গুরুত্ব পেয়েছে এবং বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় পুরুষ, নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই চাকুরীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে নারীর ক্ষেত্রে চাকুরী তার উপর অর্পিত ' 'নারীত্বের বোঝা' লাঘব করেনি, বরং নারীত্বের সাথে সহ-অবস্থান নিয়েছে।

অন্যদিকে, পাঠ্যবইয়ে নারী ও পুরুষের পেশার যে সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হয়েছে, সেখানেও লিঙ্গীয় ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, নারীর পেশা হিসেবে এসেছে 'শিক্ষকতা', 'সেবিকার পেশা', অন্যদিকে পুরুষের পেশা হিসেবে যে সমস্ত উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, দোকানী, কাঠুরে, মাঝি, ড্রাইভার, যাদুকর, সাপুড়ে, স্টেশন মাস্টার, ব্যাংক কর্মকর্তা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, শিক্ষক প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে তাই বলা যায়, 'বাংলা সাহিত্য' বই এর মত 'ইংরেজী সাহিত্য' বই ও মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত ও লৈঙ্গিক মতাদর্শকেই সুদৃঢ় করছে অর্থাৎ, মধ্যবিত্তের মতাদর্শের হেজিমনি তৈরী করে তার দাপট অব্যাহত রাখছে।

৬. উপসংহার

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে 'পটভূমি' অংশে বলা হয়েছে যে অধিপতি (মতাদর্শিক) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শের হেজিমনি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান মাধ্যম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্লেষণকে ঘিরে এই প্রবন্ধটি গড়ে উঠেছে। একই প্রবন্ধের ২নং পয়েন্ট যার

শিরোনাম,'বিদ্যালয়ের নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে প্রবল শ্রেণীর লিঙ্গীয় ও শ্রেণী মতাদর্শের প্রতিফলন - দাপুটে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য ও পাঠ্যপুস্তক', সেখানে এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্যকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এই প্রশ্নের সাপেক্ষে, 'শিক্ষা কমিশন নিয়ন্ত্রিত (নিয়ন্ত্রক মধ্যবিত্ত শ্রেণী) পাঠ্যপুস্তক কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শের হেজিমনি সৃষ্টি করেছে'?

প্রবন্ধের এই অংশে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া যেতে পারে এভাবে, পাঠ্যবইয়ের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যবইয়ে মধ্যবিত্তের জীবনাচার, একক পারিবারিক ব্যবস্থা, নারীত্ব ও পৌরুষের মতাদর্শ, 'মেয়েলী' ও 'পুরুষালী' আচরণ, নীতিনৈতিকতা, আভিজাত্য, শিক্ষার উপযোগবাদী ধারণা. প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। অর্থাৎ, পাঠ্যপুস্তকে এই অধিপতি শ্রেণীর লিঙ্গীয় ও শ্রেণী মতাদর্শই কাম্য ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপিত। মধ্যবিত্তের এই মতাদর্শই যে শ্রেণী বৈষম্য ও লিঙ্গীয় বৈষম্যকে সুদৃঢ় রূপ দিচ্ছে, সেটি উদ্‌ঘাটন না করে পাঠ্যবই গুলো মধ্যবিত্ত মতাদর্শকে উপস্থাপন করছে সমতা সৃষ্টিকারী হিসেবে। এ প্রেক্ষিতে তাই এই প্রবন্ধের যুক্তি হচ্ছে, বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ১২ ও ১৩ নং (শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট; ১৯৯৭) পয়েন্ট অনুযায়ী বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই যদি হয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির অন্যতম লক্ষ্য, তাহলে এর অনিবার্য অংশ হিসেবে প্রয়োজন শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক মতাদর্শের প্রত্যাখান। সেই সাথে এই বৈষম্যমূলক মতাদর্শ কিভাবে উর্ধ্বতন ও অধঃস্তনের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখছে ও পুনরুৎপাদন করছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সেটি স্পষ্ট রূপে তুলে ধরতে হবে। ফলে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়ে উঠবে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

টীকা

১. ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা, দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি তাঁর Prison Note Books (1971) গ্রন্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানকাণ্ডকে 'civil society' - র উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা কিনা প্রবল শ্রেণীর হেজিমনি তৈরী করে নিম্নবর্গের জনতার মাঝে।

২. 'পশ্চিমা সাংস্কৃতিক হেজিমনি'র ধারণাটি গৃহীত হয়েছে Talal Asad এর প্রবন্ধ 'From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony' থেকে (Asad 1991)।
এই পাশ্চাত্য হেজিমনির প্রভাবে উপমহাদেশের শ্রেণী ও লিঙ্গীয় সম্পর্ক পুনর্গঠিত হয়। পাশ্চাত্য আদলে গড়ে ওঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যে শ্রেণীর পরিচয়ের, আভিজাত্যের স্মারক হয়ে ওঠে, শিক্ষা, চাকুরী, একক পারিবারিক ব্যবস্থা, যৌনশুচিতার মতাদর্শ। পাশ্চাত্যের মত উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে পড়ে শ্রেণী বিভাজিত ও লিঙ্গায়িত।

৩. গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল গবেষকের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় নয় মাস যাবৎ (১৯৯৮ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর মাস অবধি)। গবেষণায় নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির নারীবাদী অনুবাদের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছিল। পুরো গবেষণাকালে ১৫টি গৃহস্থালীর ৫০ জন তথ্যদাতার সাথে নিবিড় আলোচনার পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীছাত্রদের পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের পাঠদানকে বিশ্লেষণের সাথে সাথে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাত (৭) জন শিক্ষক, শিক্ষিকার সাথে

কথোপকথন, সাক্ষাতকার গ্রহণ এবং নিবিড় আলোচনার ভিত্তিতেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে সহশিক্ষা প্রচলিত ছিল এবং এর অবস্থান ছিল সাভরে। সেই সাথে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের আরো দুটো ক্ষেত্র ছিল নিম্নরূপ,

- শিক্ষা কমিশন ('শামসুল হক' শিক্ষা কমিশন) বিশ্লেষণ, যার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের পাঠদান প্রক্রিয়া, বিষয়সূচী', পাঠ্যবই নির্বাচন অর্থাৎ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্বের পাঠ্যবই বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে মোট পঁয়ত্রিশটি (৩৫) পাঠ্য বইকে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।

৪. এই প্রবন্ধের 'হেজিমনি' ধারনাটি গৃহিত হয়েছে ইতালিয় কমিউনিষ্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তনিও গ্রামশি রচিত Prison Notebooks বা 'কারা রচনা' (১৯২৯ - ১৯৩৫) নামক গ্রন্থ থেকে। 'কারা রচনায়' গ্রামশির সমগ্র চিন্তার কেন্দ্রে রয়েছে তার হেজিমনি বা আধিপত্যের ধারণা। গ্রামশির বিচারে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি শুধুমাত্র প্রভুত্ব বা পশুশক্তি নয়; তাঁর মতে, রাষ্ট্র = আধিপত্য + প্রভুত্ব অর্থাৎ সুশীল সমাজ + রাজনৈতিক সমাজ, অর্থাৎ সম্মতি ও পশু শক্তির এক জটিল সমাহার। গ্রামশি বলছেন, কোন শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং পরে তাদের মতাদর্শ ধ্যান ধারনাগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের চিন্তা ভাবনাগুলো ছড়িয়ে দিতে হয় যাকে অন্যরা মেনে নেয়। এটা হলো হেজিমনি বা আধিপত্য।

৫. ভারতীয় উপমহাদেশের উপনিবেশিক রূপান্তরন উপলব্ধিতে হিলারী ষ্ট্যান্ডিং এর গবেষণা গ্রন্থ "Dependence and Autonomy. Women's Employment and the Family in Calcutta (১৯৯১)' - র প্রসঙ্গ। তিনি তার কাজে দেখান ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্টিত হয়। গ্রামের কৃষক পরিবারগুলো শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে, যৌথ পরিবারের স্থানে গড়ে ওঠে একক পরিবারের ধারণা। নতুন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে নতুন মূল্যবোধ, মতাদর্শ, আচারের ধারক, বাহক, প্রেরণা হিসেবে 'গৃহবধু নামে' এক নতুন মানের ঘরনী তৈরী হয়, যা নির্মাণের অন্যতম মানদন্ড শিক্ষা। এই মধ্যবিত্ত নারীত্ব ও পৌরুষের মতাদর্শ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ধরন কেমন হবে তা নিয়ে যে ব্যাপক বিতর্ক হয়ে গেছে সেই বিতর্কের কেন্দ্রীয় জায়গা ছিলো মূলত নারীত্ব, পৌরুষ। এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে শ্রেণী বিনাস্ত (Classsified) এবং লৈঙ্গিক শিক্ষার (Gendered) উদ্ভব হয়, যার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারিবারিক জীবন বজায় রয়েছে, পুনরুৎপাদিত হচ্ছে এবং প্রবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শের হেজিমনি তৈরী হচ্ছে অধস্তন জনতার মাঝে।

৬. 'শামসুল হক' শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ৯ পৃষ্ঠার ১১ নং ও ১২ নং ধারায় শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নিম্নোক্ত দু'টো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে,

- (১১). বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সুবিধা অবারিত করা।
- (১২). জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা।

তথ্যসূত্র

সুলতানা, নায়িম (১৯৯৭) 'দাপুটে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য (হেজিমনি) ঃ রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি এবং শ্রেণী ও লিঙ্গীয় রাজনীতি', নৃবিজ্ঞান পর্যালোচনা, সংখ্যা ১, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

Asad, Talal (1991) 'From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony.' In *Colonial Situations, Essays on the Contextualization of Ethnographic*

Knowledge, (History of Anthropology, Vol. 7) ed. George W. Stocking.

Davidoff, Leonore and Catherine Hall (1987) *Family Fortunes, Men and Women of the English Middle Class (1780 - 1850).* London

Gramsci, Antonio (1978) *Selection from the Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York : International Publishers.

Moore, Henrietta L. (1988) *Feminism and Anthropology.* UK: Polity Press.

Standing, Hilary (1991) *Dependence and Autonomy: Women's Employment and the Family in Calcutta.* London.

Said, Edward (1978) *Orientalism.* New York: Vintage Press.